যুগান্তর

তারিখ 01 MAR 2019
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আন্দোলনে অশান্ত রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুর ব্যুরো

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফলে গত চার মাস ধরে আন্দোলনে অশান্ত ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বন্ধ রয়েছে নতুন শিক্ষাবর্ষের অনার্স ভর্তি পরীক্ষা। চলতি শিক্ষাবর্ষের সেশন শেষ হওয়ার পথে তবুও ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারছে না ভর্তির জন্য আবেদন করা প্রায় এক লাখ পরীক্ষার্থী। বন্ধ রয়েছে ২১ বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দফতর। দুই সপ্তাহ ধরে ভিসির অব্যাহতি চেয়ে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষক নেতারা। এ অবস্থায় আর কোনো ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি। ফলে প্রায় ৯১ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রায় ১ লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ

গত বছরের নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি দফতর বন্ধ রয়েছে। এসব দফতরের কোনো প্রশাসনিক কাজ করতে পারছেন না প্রায় দুই শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছে প্রায় ৯১ হাজার শিক্ষার্থী। কবে নাগাদ এ অবস্থার অবসান হবে তাও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। কয়েকজন কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি দাফতরিক কাজ করছেন ভিসির বাংলোয় বসে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রায় ৫ মাস ধরে ২৭ জন শিক্ষকের পদোন্নতি, পদোন্নতি বিলম্বে হওয়ায় তার পূর্বের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান, রেজিস্ট্রার নিয়োগ, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইন সায়েন্সের পূর্ণাঙ্গ ল্যাব স্থাপন, মসজিদ ও ক্যাফেটেরিয়া চালুসহ সাবেক ভিসির আমলে অবৈধভাবে নিয়োগকৃত ১৫২ জন কর্মচারীর নিয়োগ বৈধকরণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এরই মধ্যে তারা ওই আন্দোলনকারী সংগঠনের নাম দিয়েছে 'সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ'। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি অংশ গত বছরের ২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোর্শেদ আলম শিক্ষক সমিতির প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগানোর কথা স্বীকার করে যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষক সমিতি যেসব দাবি জানিয়ে আন্দোলন করছে তার সবই ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের কথা বিবেচনা করে ভিসি শিক্ষক সমিতির নেতাদের গত বছরের ৪ ডিসেম্বর চিঠি দিয়ে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য ৭ ডিসেম্বর একটি বৈঠক ডাকেন। জবাবে বৈঠকে না বসে শিক্ষক সমিতির নেতারা পাল্টা চিঠি দিয়ে তাদের সব দাবি মেনে নেয়া সাপেক্ষে বৈঠকে বসার প্রস্তাব পাঠান। দুই সপ্তাহ ধরে তারা ভিসির অব্যাহতি চেয়ে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন। এ অবস্থায় আর কোনো ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি। ফলে প্রায় ৯১ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

ঢাবিতে ছাত্রদল সন্দেহে তিন শিক্ষার্থীকে মারধর

একজনকে পুলিশে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের এক কর্মীর সঙ্গে কথা বলার কারণে দুই শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত করেছে সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় ওই ছাত্রদল কর্মীকে বেদম পিটিয়ে থানায় দেয়া হয়। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে এ ঘটনা ঘটে।

মারধরের শিকার ওই ছাত্রদল কর্মীর নাম ইলিয়াস হোসেন। তিনি শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। অন্য দু'জন হলেন ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আশরাফ আলী এবং ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের রবিউল ইসলাম।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শুক্রবার রাতে এসএম হলের ওই দুই ছাত্র রাতের খাবার খেতে জগন্নাথ হলে যান। এ সময় জগন্নাথ হলে ছাত্রদল কর্মী ইলিয়াসের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়।

ইলিয়াসের সঙ্গে তাদের কুশল বিনিময়ের বিষয়টি দেখে ফেলেন এসএম হলের কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী। পরে তারা হলে খবর দিলে হল ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসিবুর রহমান সূর্যের নেতৃত্বে ৩০-৪০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী এসে তাদের মারধর করেন। এ সময় সাধারণ দুই শিক্ষার্থীকে ছেড়ে দিলেও ছাত্রদল কর্মী ইলিয়াসকে পুলিশে দেন তারা।

তবে হাসিবুর রহমান সূর্য জানান, ইলিয়াস মাঝে মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ককটেল ফোটাতো। শুক্রবার রাতে তাকে আমরা জগন্নাথ হল থেকে ধরে পলাশী নিয়ে আসি। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহায়তায় তাকে থানায় দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলীকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।